যুগান্তর

তারিখ 22 OCT 2017
কলাম 2

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস

চার স্তরের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক শনাক্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

- ছাত্রলীগ নেতা রানাসহ ৩ জন ৪ দিনের রিমান্ডে
- শিক্ষার্থী, ছাত্রলীগ নেতা, আইটি বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ী প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) 'ঘ' ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িত চার স্তরের শক্তিশালী নেটওয়ার্কের সন্ধান পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ছাত্রলীগ নেতা, আইটি বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এ শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। তবে এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে চক্রের হোতারা। সিআইডি কর্মকর্তারা বলছেন, চক্রের বিভিন্ন স্তরের বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলেও এখনও অজানা রয়েছে প্রশ্ন ফাঁসের রহস্য। প্রশ্ন পরীক্ষার হল থেকে, নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহায়তায় আগেই ফাঁস হচ্ছে সেটা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একুশে হলে অভিযান চালিয়ে পরীক্ষায় জালিয়াতি চক্রের অন্যতম ছাত্রলীগ নেতা মহিউদ্দিন রানাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করে সিআইডি। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

চার স্তরের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক শনাক্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শুক্রবার ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ১২ জনকে তাৎক্ষণিকভাবে এক মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। অন্যদিকে শনিবার ছাত্রলীগ নেতা রানাসহ তিনজনকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মহিবুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, পরীক্ষায় জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ১২ জনকে এক মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বাকি তিনজনকে শনিবার রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাদের বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

ধরাছোঁয়ার বাইরে হোতারা

প্রশ্ন ফাঁসের রহস্য অজানা

গণমাধ্যমে ঢাবির প্রতিবাদ বিবৃতি

সিআইডি সূত্র জানায়, প্রশ্ন ফাঁস চক্রটি অনেক শক্তিশালী। এদের নেটওয়ার্ক অনেক বিস্তৃত। এ চক্রের চার স্তরে অন্তত অর্ধশতাধিক সদস্য রয়েছে। তাদের অনেকের নাম পাওয়া গেছে, দ্রুতই তাদের গ্রেফতার করা হবে। এ চক্রের কেউ প্রশ্ন ফাঁস করছে, কেউ সেটার সমাধান করে দিচ্ছে, আবার কেউ আধুনিক ও অতি ক্ষুদ্র একটি কমিউনিকেশন ডিভাইস (মাস্টার কার্ড সদৃশ) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রশ্নের উত্তর বলে দিচ্ছে। আর সর্বশেষ স্তরের সদস্যরা পরীক্ষার্থী জোগাড় করছে।

সূত্র আরও জানায়, কমিউনিকেশন ডিভাইসটি বিদেশ থেকে কোনো ব্যবসায়ী আমদানি করছে, প্রশ্ন পরীক্ষার হল থেকে নাকি অন্য কোথাও থেকে ফাঁস হচ্ছে সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিভিন্ন স্তরের ১৫ জন গ্রেফতার হলেও এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে চক্রের হোতারা।

সিআইডির অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার মিনহাজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, এ চক্রের নেওটয়ার্ক অনেক শক্তিশালী। চক্রের অন্য সদস্যদের ধরতে না পারলে ভবিষ্যতে বিসিএসসহ অন্যান্য সরকারি পরীক্ষার প্রশ্নও তারা ফাঁস করবে। তাই পুরো চক্রটি ধরতে কাজ করছে সিআইডি।

প্রশ্ন ফাঁস প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের যে অভিযোগ এসেছে, তার কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগটি সত্য নয়। এটি কোনো অশুভ চক্রের চক্রান্ত। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এদিকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ঢাবির 'ঘ' ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁস শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন সামাজিক অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন ও 'ঘ' ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম। শনিবার গণমাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিভিন্ন গণমাধ্যমে ঢাবির 'ঘ' ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সংবাদটিতে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সংবাদে দাবি করা হয়েছে, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আগের রাতে প্রশ্নপত্র বা এর এক অংশ ফাঁস হয়েছে। এ দাবি অসত্য, বাস্তবসম্মত নয়। যে প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন প্রণয়ন ও মুদ্রণ হয়, তা এতটাই গোপনীয়তার মধ্যে করা হয় যে, তাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগ নেই। কোনো কোনো গণমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, আগের রাতে তাদের কাছে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পৌঁছে থাকলে সে বিষয়ে পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা প্রশাসনকে অবহিত না করে, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সংবাদ আকারে প্রকাশ করেছে কেন। এভাবে সংবাদ প্রকাশ করায় আমরা বিস্মিত হয়েছি।

সুতরাং গণমাধ্যমের কাছে রাতে বা পরীক্ষা চলাকালীন সময় প্রশ্ন ফাঁসসংক্রান্ত কোনো তথ্য থাকলে তা প্রশাসনে হস্তান্তর করা বাঞ্ছনীয়। লিখিত বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় পরীক্ষা চলাকালীন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।